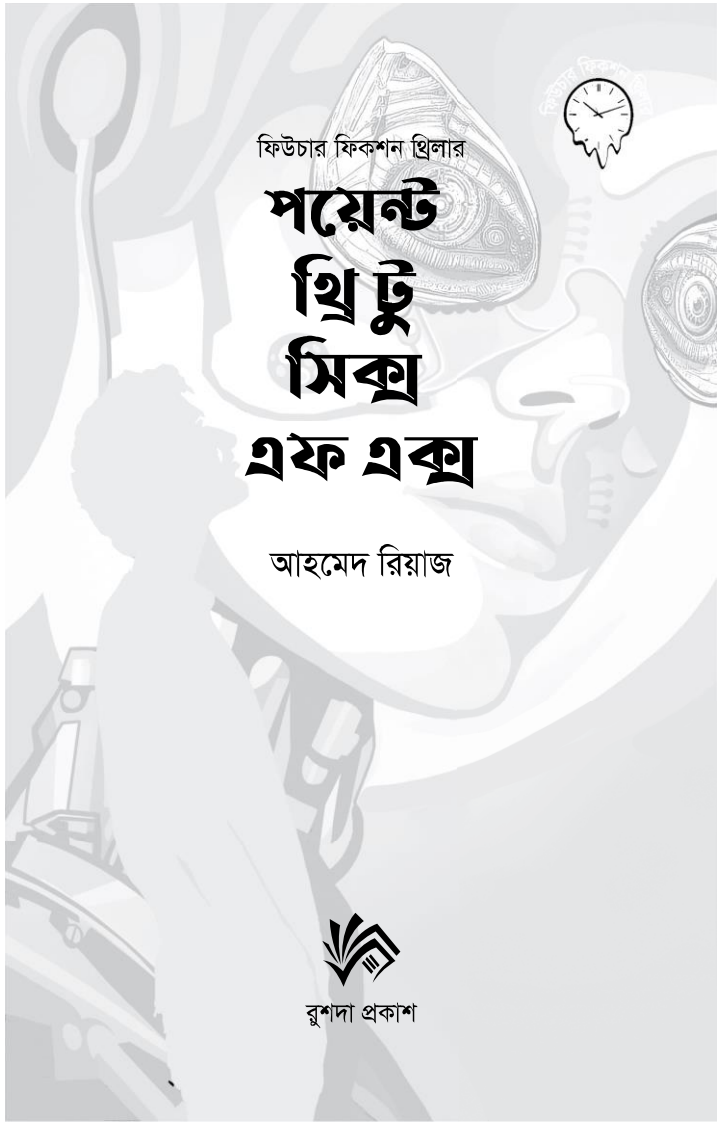

১.

পুরো মাঠে একটা চক্কর দিল আসিফ। তারপর একটা নিরিবিলি জায়গায় এসে বসল।

রোবট মেলা চলছে। অনেক ধরনের রোবট উঠেছে মেলায়। চিন্তা-ভাবনা করে রোবট কিনতে হবে। চিন্তা করার জন্যই নিরিবিলি জায়গাটা বেছে নিয়েছে ও।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে ওঠল, 'এখানে বসে আছো কেন? আলসে মানুষ কোথাকার!'

পরিচিত কেউ? ঘুরে পিছনে তাকাল আসিফ। না। অচেনা কেউ একজন। তবে রোবট।

জবাব দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু জবাব না দিলে আবারও একই প্রশ্ন করবে। এখনকার রোবটগুলোর ধরনই এমন। জবাব না পাওয়া পর্যন্ত প্রশ্ন করতেই থাকে। একই প্রশ্ন বার বার শুনতে কার ভালো লাগে?

নিতান্ত অনিচ্ছায় জবাব দিল আসিফ, 'বসে বসে ভাবছি।'

'ভাবতে হয় ছুটতে ছুটতে। তোমাদের নিউরনগুলো ওভাবেই তৈরি। যত ছুটবে, তত ভাবনার জট ছুটবে।'

'আমরা বসে বসেই ভাবি।'

'মেলায় এসেছ, একটা রোবট নিয়ে বাসায় চলে যাবে। ব্যস। এত ভাবাভাবির কী আছে?'

‘সেটা আমার ব্যাপার। তুমি কে হে বাপু?’

‘আমি পয়েন্ট এইট নাইন টু জিরো জিরো এইট।’

‘হুম।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আসিফ। রোবটের এই মডেলটার সঙ্গে ওর পরিচয় আছে। পয়েন্ট এইট নাইন মডেলের রোবটরা ঝগড়ায় পারদর্শী। ওদের সেভাবেই বানানো হয়েছে। মাঝে মাঝে পড়শিদের সঙ্গে অনেকেরই ঝগড়া লেগে থাকে। সারাবছর ধরে চলে সে ঝগড়া। কত রকম বিষয় আছে ঝগড়ার! মানুষের হয়ে পয়েন্ট এইট নাইন মডেলের রোবটগুলো ঝগড়া চালিয়ে যায়।

‘তোমার রোবটটা বেশি জোরে শব্দ করে।’

‘মনে হয় ওর সাইলেন্সারে ঝামেলা হয়েছে। ঠিক আছে সাইলেন্সার ঠিক করে ফেলব।’

‘এতদিন ঠিক করোনি কেন?’

‘তোমার রোবট আমার বাড়ির কার্নিসে কেন ঝুলে আছে?’

‘ওর কার্নিসে ঝুলতে ইচ্ছে করছে তাই ঝুলেছে।’

‘তোমার রোবট তোমার বাড়ির কার্নিসে ঝুলবে। আমার বাড়ির কার্নিসে কেন?’

‘তোমার বাড়ির কার্নিসটা ওর পছন্দের।’

‘তোমরা যেমন তোমাদের কেনা রোবটটাও তেমন। পরের জিনিসে...’

‘কী বললে? তবে রে...’

‘আয়! সাহস থাকলে আয়। দেখাচ্ছি মজা।’

ভাগ্যিস এখনও মারপিট করা রোবট আবিষ্কার হয়নি। ওটা এখনও মানুষই করে। মানুষ হয়ত সে অধিকার রোবটকে দিতে চায় না।

‘তোমাদের রোবট বিড়াল আমাদের জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে।’

‘ঢুকতেই পারে।’

‘আমাদের দুটো মাছ শুঁকেছে।’

‘শুঁকতেই পারে। মুখ তো আর দেয়নি।’

‘মুখ না দিক, নাক তো দিয়েছে? তোমরা কেন পরের মাছে নাক দেওয়া রোবট এনেছ, জানি না বুঝি?’

‘জানলে তো ভালোই। আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?’

‘জিজ্ঞেস করে কি অন্যায় করেছি? এটা ভদ্রতা। আমি তো তোমার মতো অভদ্র নই। কী অভদ্র পড়শি আমার!’

‘কী! আমি অভদ্র? আর তুমি? তোমাদের রোবটকুকুরটা ষাঁড়ের মতো ডাকে কেন?’

‘ওটা ওর ইচ্ছে। গণ্ডারের মতো ডাকলে বুঝি খুশি হতে? তুমি যেমন...’

‘কী! আমি গণ্ডারের মতো ডাকি? তবে রে...’

ইত্যাদি ইত্যাদি। ঝগড়ার বিষয়ের কি আর অভাব আছে?

আবার কথা বলল পয়েন্ট এইট নাইন টু জিরো জিরো এইট। ‘এখনও তোমার পরিচয় দাওনি। নাকি পরিচয় দিতে চাও না? কেন চাও না? নিশ্চয়ই তুমি অপরাধী। অপরাধীরাই পরিচয় গোপন করে। নইলে এতক্ষণে নিজের পরিচয় দিয়ে ফেলতে। তোমাকে...’

পুরোটা শেষ করতে পারল না পয়েন্ট এইট নাইন টু জিরো জিরো এইট। তার আগেই আরেকটা রোবট এসে হাজির হলো। ঠাণ্ডা স্বর বেরুল ওটার যান্ত্রিক কণ্ঠ থেকে, ‘এটা মেলার মাঠ। ঝগড়া করার জায়গা নয়। তা এতই যখন ঝগড়া করার শখ, বার্ষিক ঝগড়া উৎসবে যোগ দিলেই পারো!’

আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আসিফ। বার্ষিক ঝগড়া উৎসব। তা-ও আবার রোবট আর মানুষ মিলে। কী হাস্যকর বিষয়। মানুষের বিনোদনও বদলে দিয়েছে রোবটগুলো।

মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা স্বরের রোবটটা হর্তাকর্তা টাইপের হবে। ঝগড়াটে রোবট থেকে আর কোনও শব্দ বেরুল না। ধুপধাপ পা ফেলে চলে গেল অন্য দিকে।

এবার ঠাণ্ডা স্বরের রোবটের দিকে তাকাল আসিফ। জানতে চাইল, 'তুমি আবার কে হে?'

আসিফের কথার জবাব দিল না রোবটটা। উল্টো জানতে চাইল, 'তোমাদের বাসায় একশ বারো ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কোনও রোবট নেই। বিষয়টা কি তুমি জানো?'

'জানি। এজন্য সরকারের রোবট মন্ত্রণালয় থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে।'

'দিনে চারবার করে মেসেজও পাঠাচ্ছে একটা রোবট নেওয়ার জন্য। ঠিক?'

অবাক হয়ে রোবটের দিকে তাকাল আসিফ। 'তুমি এত কিছু জানলে কী করে?'

'দুনিয়ায় এখন কি আর কোনও কিছু গোপন থাকে?'

কথাটা শুনেই আসিফের বুকটা ধুক করে ওঠল।

আবারও ঠাণ্ডা স্বর বেরুল সামনে দাঁড়ানো রোবট থেকে, 'ঠিক বলেছি না?'

জবাব দিল না আসিফ। এখন জবাব দিতে গেলেই বিপদ। ওর স্বরনালী এখন অস্বাভাবিক ভাবে কাঁপছে। কথা বলতে গেলে কাঁপাস্বরে শব্দ বেরুবে। আর তাতেই রোবটটা অনেক কিছু বুঝে যাবে। কিন্তু অনেক কিছুই গোপন রাখতে চায় আসিফ।

২.

বাবা, 'এই রোবটটা কিনে এনেছি, দেখতো কেমন হয়েছে?'

বাবা সংবাদপত্র পড়ছিলেন। হার্ডকপি। এখনও সংবাদপত্রের হার্ডকপি প্রকাশ হচ্ছে। যদিও বেশিরভাগ সংবাদই এখন জানা খুব সহজ হয়ে গিয়েছে। ইন্টারনেট তো আছেই, তাছাড়া শুধু সংবাদ প্রচারের জন্য একটা গেজেট পাওয়া যায়। দুনিয়ার যত খবরাখবর ওই গেজেটে এসে জমা হয়। ওখান থেকে নিজের পছন্দমতো সংবাদ পড়া যায়। আবার গেজেটও দিনের প্রধান খবরগুলো একবার করে জানান দেয়। সেখান থেকে বাছাই করে সংবাদের বিস্তারিত শোনা যায়, দেখা যায়। তবে ছাপা হওয়া সংবাদপত্রে এমন কিছু প্রকাশ হয়, যা গেজেটে থাকে না। অর্ন্তজালেও থাকে না। তবে কাগুজে সংবাদপত্র ছাপা হয় খুবই কম। আগে থেকে গ্রাহক হতে হয়। গ্রাহক হওয়ার সময় বাৎসরিক মূল্য আগেই পরিশোধ করতে হয়। আর প্রতিমাসে পুরনো সংবাদপত্রগুলো কাগজ কারখানায় চলে যায়। রিসাইকেল। পুনর্ব্যবহার।

পড়ায় মনোযোগের কারণে আসিফের কথা শুনতে পাননি বাবা। তাই জবাব দিলেন না।

আবারও বলল আসিফ, 'আমাদের আর কারণ দর্শাতে হবে না বাবা। এই রোবটটা এনেছি।'

এবার শুনতে পেলেন বাবা। পেপার থেকে মুখ না তুলেই জানতে চাইলেন, 'মডেল?'

‘পয়েন্ট থ্রি টু সিক্স এফ এক্স।’

রিনরিনে গলার শব্দ! আসিফের কণ্ঠ তো এমন নয়!

পেপার থেকে মুখ তুললেন বাবা। সামনে তাকালেন। চোখের সামনে আসিফ দাঁড়িয়ে আছে। পাশে একটা রোবট। অতি প্রাচীন ধাঁচের। দূর থেকে দেখলে মানুষ বলে ভুল করবে যে কেউ। হাস্যকর হলেও মাথায় চুল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। রোবটদের চুল আবার কী দরকার বুঝতে পারলেন না। জানতে চাইলেন, ‘বয়স?’

‘তিনশ বাহাত্তর ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিট বেয়াল্লিশ সেকেণ্ড.... তেতাল্লিশ সেকেণ্ড... চুয়াল্লিশ সেকেণ্ড... পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড....

বাবা এবার হাত তুলে বললেন, ‘থাক, আর বলতে হবে না। প্রশিক্ষণ নিয়েছ কোথায়?’

‘দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশ আলোকবর্ষ দূরের কোনও এক গ্রহে।’

‘নাম?’

‘কার নাম? আমার না গ্রহের? মানুষের মতো আমার কোনও নাম নেই। কেবল মডেল নাম্বার। ওটাই নাম হিসেবে প্রচলিত।’

‘আমি জানি। আমি গ্রহের নাম জানতে চেয়েছি।’

‘নাহ্। নাম জানতে দেওয়া হয়নি। কারণ...’ রোবটের স্বরের আক্ষেপটুকু বুঝতে পারলেন বাবা। তবে অবাক হননি। কারণ এখনকার রোবটগুলো আরও উন্নত। ডেলিভারি দেওয়া শব্দেই আবেগ প্রকাশ করতে পারে।

রোবটটার আক্ষেপটুকু পুরো ডেলিভারি হওয়ার আগেই থামিয়ে দিলেন বাবা। বললেন, ‘কারণ জানতে চাইনি। এর আগের রোবটটাকে বের করে দিয়েছি কেন জানো?’

‘জ্বী। ওভার ডেলিভারির জন্য। মানে কথা বেশি বলার জন্যে। আমি অবশ্য...’

বাবা আবারও রোবটটার কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, ‘তোমাকে শেষবারের মতো বলছি। এরপর থেকে একটা শব্দ বেশি উচ্চারণ করলে তোমাকে বেকার হয়ে থাকতে হবে। মনে থাকবে?’

রোবটটা কোনও কথা বলছে না দেখে বাবা আবার বললেন, ‘তবে কোনও প্রশ্ন করলে চুপ করে থাকবে না। ঠিকঠাক জবাব দেবে। বেশিও নয়, কমও নয়। একেবারে মাপ মতো। আর কথা যদি বেশি বলতে ইচ্ছে করে তাহলে রাতে একা একা বলবে। তোমার কথা শোনার জন্যে তোমাকে কিনে আনা হয়নি। মনে থাকবে?’

‘জ্বী, থাকবে। পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। আপনি কি এখন এক কাপ চা খাবেন?’

বাবা মুচকি হাসলেন। রোবটটার চোখে ধরা পড়ল কি না বুঝতে পারলেন না। শুধু কথা বলার সময় ওটার চোখ খোলা থাকে। চোখ না অন্য কিছু। মটরদানা আকারের একটা স্ক্রিন। খুব ছোট চোখ। চীনাদের মতো। যদিও অনেক চীনা এখন নিজেদের চোখের আকারও বদলে ফেলেছে। বড় বড় চোখের চীনাও আছে।

তবে বাবা এর মধ্যেই বুঝে গিয়েছেন, চোখ খোলা রাখার জন্যেই রোবটটা বেশি কথা বলতে চায়। বললেন, ‘তোমার অনুরোধের জন্যেও ধন্যবাদ। যাও, চা নিয়ে এসো।’

চা আনার জন্য ঘুরে গেল রোবট। ঘুরল মানে পুরো শরীর ঘুরতে হলো না। কেবল ওটার মাথা ঘুরে গেল ১৮০ ডিগ্রি। হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়তেই বাবা বললেন, ‘পয়েন্ট থ্রি টু সিক্স এফ এক্স!’

আবার ১৮০ ডিগ্রি ঘুরল রোবটের মাথা। এবার বাবার দিকে তাকিয়ে রোবট বলল, 'বলুন।'

'তোমার চুলগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার চেষ্টা করবে। সরল রেখার মতো খাড়া চুল আমি সহ্য করতে পারি না। এবার যাও।'

কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না রোবটটা। থমকে গেল। মনে হলো কোনও যন্ত্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তাড়া দিলেন বাবা, 'হ্যাং হয়ে থেকো না। বড্ড চায়ের তৃষ্ণা পেয়েছে। শিগগির যাও।'

আবার ১৮০ ডিগ্রি ঘুরল রোবটের মাথা। তারপর দ্রুত বেগে চলে গেল।

৩.

রোবটটা চলে যেতেই আবার পেপারে মনোযোগ দিলেন বাবা। রোবট গবেষণা বিষয়ক খুব চমকপ্রদ একটা নিউজ ছাপা হয়েছে। কিন্তু খুবই অল্প। ছাপ্পান্ন শব্দ। খবরটার বিস্তারিত জানা দরকার। গেজেটে খোঁজ করতে হবে। নয়ত ইন্টারনেটে। গেজেটের দিকে তাকাতেই চোখ পড়ল আসিফের দিকে। আর বাবাকে নিজের দিকে তাকাতে দেখেই আসিফ জানতে চাইল, 'কেমন বুঝলে বাবা?'

'কিছু একটা লুকনোর চেষ্টা চলছে। মনে হচ্ছে ভেতরে ভেতরে কোথাও কোনও ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু সেটা প্রকাশ করছে না। ষড়যন্ত্রের জাল সবগুলো মহাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছে।

অনেকগুলো এজেন্ট আছে ওদের। পরিচয় গোপন রেখে কাজ করে যাচ্ছে এজেন্টগুলো। হয়ত আমাদের অতি পরিচিত ওরা। কিন্তু আমরা ওদের চিনতে পারছি না। ওদের কোনও কাজেও সন্দেহ করার মতো কিছু পাচ্ছি না। কিন্তু যতই ধুরন্ধর হোক না কেন, কোথাও না কোথাও ফাঁক-ফোঁকর তো আছেই। একদিন আমরা ঠিক ওদের চিনে ফেলব। একটা সুতো ধরতে পারলেই পুরো জালটা ধরতে পারব। কী চাল চেলেছে সেটাও বুঝতে পারব। এই যে খবরটা প্রকাশ হয়েছে, এটা নিশ্চয়ই কোনও ম্যাসেজ। এজেন্টদের জন্য কোনও গোপন তথ্য।'

বলেই থামলেন বাবা। একটা মুচকি হাসি দিলেন। যেন দম নিলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'তবে একটা জিনিস বুঝতে পারছি। এই সংবাদপত্রের গ্রাহকদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এজেন্ট। নইলে খবরটা এ সংবাদপত্রে ছাপা হতো না। তোর কি মনে হয়?'

বাবা কথা বলতে শুরু করলে আসিফ চুপ থাকে। নইলে ভীষণ রেগে যান বাবা। এতক্ষণে কথা বলার সুযোগ পেল আসিফ। বলল, 'আমি নতুন কেনা রোবটের কথা জানতে চেয়েছি বাবা। রোবটটা তোমার কেমন লেগেছে?'

আসিফের কথা শুনে এবার বাবা নিজেই যেন হ্যাং হয়ে গেলেন। আসিফের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আসিফের চোখদুটোর দিকে তাকালেন খুব মনোযোগ দিয়ে। দৃষ্টির শাবল দিয়ে আসিফের দুচোখের ভিতরটা যেন খুঁড়তে শুরু করলেন। আর খুঁড়তেই থাকলেন। কিন্তু কিছুই পাচ্ছেন না। তবু একটা অস্বস্তি বোধ করছেন। কিন্তু কেন হচ্ছে অস্বস্তি?

আবারও জানতে চাইল আসিফ, 'রোবটটা কেমন হয়েছে বাবা? তোমার পছন্দ হয়েছে?'

হঠাৎ আবার সচল হলেন বাবা। চটপট জবাব দিলেন, 'আগেরটার মতোই প্রায়। কম কথা বলে এমন রোবট কি বাজারে নেই? চাকর বাকরের মুখে বেশি কথা শুনতে খারাপ লাগে। এদের তর্ক করাটা আমার একটুও পছন্দ নয়। হোক না রোবট।'

আসিফ বলল, 'আসলে আমার একটা গণিত জানা ভালো রোবট দরকার ছিল। এজন্যেই এটাকে অনেক ঘুরে তারপর কিনেছি। শেষ টিউটরিয়ালে আমার গণিতের নম্বর খুব খারাপ ছিল।'

বাবা বললেন, 'ঠিক আছে। তোমার গণিতের জন্যে না হয় ওটার বকবকানির অত্যাচার সহ্য করব। সহ্যের ওপারে গেলে তখন ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। কিন্তু আমি যেন কী খুঁজছিলাম?'

তখনই ঘরে ঢুকল রোবট। বাবার শেষ কথাটা শুনতে পেয়েছে মনে হয়। ওই কথার সূত্র ধরেই রোবট বলল, 'আপনি চা খুঁজছিলেন স্যার।'

অবাক হলেন বাবা। 'না তো! আমি এসময় চা খাই না।'

'ক্ষমা করবেন স্যার। আপনি চা-ই চেয়েছিলেন।'

এবার ধমক দিলেন বাবা, 'চুপ। আমি বললাম আমি চা চাইনি। তুমি জোর করে আমার ওপর চা চাপিয়ে দিলেই হবে?'

এবার রোবটটার থেকে যে স্বর বেরুল, মনে হলো খুব দুঃখ পেয়েছে। 'আমার কাছে প্রমাণ আছে স্যার। শোনাব? চাইলে দেখাতেও পারি। তবে সে জন্য একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে। আমার ভিডিও রেকর্ডারের ডানপাশের একটা স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে। ওটা টাইট করতে হবে। তাহলেই প্রমাণ দেখতে পাবেন।'

এবার হেসে ফেললেন বাবা। বললেন, 'প্রমাণ দেখাতে হবে না। শোনাও দেখি...'

হঠাৎ রোবটের শরীরের কোথাও যেন বেজে ওঠল, 'তোমার অনুরোধের জন্যেও ধন্যবাদ। যাও, চা নিয়ে এসো।'

একটু আগে এই কথাই বলেছিলেন বাবা। সেটা রেকর্ড করা ছিল। রেকর্ড থেকেই আবার শোনানো হলো।

বাবা বললেন, 'চা যখন বানিয়ে নিয়েই এসেছ, আর কী করা। দাও!'

চায়ের কাপটা বাবার বাড়িয়ে দেওয়া ডান হাতে দিল রোবট। আর বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

বাবা চায়ে একটা চুমুক দিলেন। চুমুক শেষ করার পর পরই রোবট জানতে চাইল, 'চা কেমন হয়েছে স্যার?'

'তোমাকে দিয়ে ওরা চা বানানোটা ভালোই রপ্ত করিয়েছে দেখছি। তা মিস্টার পয়েন্ট থ্রি টু সিক্স...'

বাবার কথাটাকে লুফে নিয়ে রোবটটা বলল, 'মাফ করবেন স্যার, মিস্টার নয়, মিস। যদিও এর কোনও মূল্য নেই। তবুও...'

'সরি সরি মিস পয়েন্ট থ্রি টু সিক্স এফ এক্স। তবে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, তোমার গলার স্বরটাকে নিয়ে বোধ হয় ওরা তেমন একটা ঘষামাজা করেনি। ওই রিনরিনে শব্দ শুনতে শুনতে ঘেন্না ধরে গেছে আমার। স্বর সৃষ্টিতে বিজ্ঞান এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। যদিও অনেক চমৎকার সুর সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান। সেসব সুরের কাছে পাখির সুর, নদীর আহ্বান, পাহাড়ের কান্না, সাগরের মূর্চ্ছনা সবকিছুকে কেমন যেন পর পর লাগে। কিন্তু রোবটদের ডেলিভারি শব্দে তেমন উন্নত করতে পারেনি কোনও প্রতিষ্ঠান। খুবই দুঃখজনক আর খুবই অবাক করা ব্যাপার!'

এবার ঠাণ্ডা স্বর বেরুল মিস রোবটের গলা থেকে, 'যেহেতু কোনও অভিযোগ নেই, কাজেই এরপর থেকে ঠিক এই মাত্রার চা পাবেন। ধন্যবাদ।'

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মিস পয়েন্ট থ্রি টু সিক্স এফ এক্স। আসিফও তার পিছন পিছন হাঁটা দিল।

৪.

'আজকের রাতটা খুব বিচ্ছিরি, তাই না?'

রোবটটার কথা শুনে আসিফ একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'বিচ্ছিরি হওয়ার মতো তেমন কিছু ঘটেছে নাকি?'

রোবট বলল, 'অবশ্যই ঘটেছে এবং ঘটছে। আমার এক্সনগুলো কাজ করছে না। তোমাদের বাংলাদেশের আবহাওয়া যেন কেমন! তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি হলে আমার সেল ঠিকমত কাজ করতে পারে না। তার ওপর বজ্রপাত। অবশ্য তোমার বুঝতে না পারারই কথা। তোমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলো সজীব। আমারটা সজীব নয়। তবু আমাদের সাহায্য নিয়ে তোমরা আরও উন্নত হচ্ছো। কী আশ্চর্য! তোমরা মানুষরাই আমাদের সৃষ্টি করেছ। অথচ আমাদের সাহায্য ছাড়া তোমরা প্রায় চলতে পার না। তোমার বাবা কোথায় গেছেন?'

আসিফ বলল, 'আকাশে।'

'আকাশে কেন?'

'স্পেসশিপে করে মেঘের উপর থেকে জ্যোৎস্না দেখতে গিয়েছেন। আজ পূর্ণিমা। সুপার ব্লু মুন। তোমার তো জানা থাকার কথা।'

'সুপার ব্লু মুনের কথা জানি। সর্বশেষ কবে হয়েছে সেটাও জানি। এরপর কবে হবে সেটাও আমার সেলে আপলোড করা আছে। বলব?'

'দরকার নেই। আমিও জানি। যদিও তোমার মতো নিখুঁত ভাবে দিন তারিখ বলতে পারব না।'

'কিন্তু তোমার বাবা যে জ্যোৎস্না খেতে যান, সেটা জানা ছিল না। তুমি যাবে না?'

'নাহ।'

'কেন? তুমিও তো মানুষ।'

'সব মানুষ সবকিছু পছন্দ করে না। এই যেমন আমি বাবার মতো জ্যোৎস্না দেখতে পছন্দ করি না। আমার মনে হয় পৃথিবী থেকে জ্যোৎস্নার যে সৌন্দর্য, সেটা মেঘের উপর থেকে পাওয়া যায় না।'

'তোমরা মানুষেরা এতো কাব্যিক কেন বলতো? গণিত, রসায়ন এসব নিয়ে আরও বেশি মগজ খাটানো উচিত তোমাদের। চলো তোমাকে জটিল রাশিমালার অংকটা আরেকটু সহজ করে বুঝিয়ে দেই।'

'লাগবে না। জটিলটাকে জটিলই থাকতে দাও। বেশি সহজ করতে গেলে আমি হয়ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলব। তারচেয়ে বরং কবিতা শোনাই একটা। এরকম বৃষ্টির রাতে মোমের আলোতে কবিতা শুনতে ভালো লাগবে তোমার।'

রোবট বলল, 'না থাক। সাহিত্যে আমার উৎসাহ নেই। তোমাদের সাহিত্যগুলো আবেগ দিয়ে মোড়ানো। তোমরা কি গণিত নিয়ে কবিতা লিখতে পার না? কিংবা রসায়ন নিয়ে উপন্যাস?'

আসিফ মুচকি হেসে বলল, 'বৃষ্টিতে ভিজবে?'

মিস পয়েন্ট থ্রি টু সিক্স এফ এক্স আশ্চর্য হয়ে বলল, 'বৃষ্টি হলে ভিজতে হয় নাকি?'

আসিফ বলল, 'বৃষ্টিকে ভালোবাসলে ভিজতে হয়। যদিও এমন কোনও নিয়ম নেই। তোমার ইচ্ছে হলে ভিজতে পার।'

'তোমার কি ইচ্ছে হচ্ছে?'

'খুব।'

'তাহলে তুমি ভিজতে পারো। আমার ইচ্ছে নেই। তোমার বাবা কখন আসবেন?'

'জ্যোৎস্না স্নান শেষ হলেই চলে আসবেন। এরকম বৃষ্টির রাতও বাবার খুব পছন্দ।'

রোবটটা একটু কাঁচুমাচু করে বলল, 'তোমার বাবা এলে অনুগ্রহ করে একটা কথা বলতে পারবে?'

'কী কথা?'

'আমার মাথার উপর যে জিনিসগুলো দাঁড়িয়ে আছে, এগুলো চুল নয়। এগুলো আমার এক্সনের শুঁড়। অনেকটা রাডারের মতো। যদিও নতুন সংস্করণ। এগুলো ছাড়া আমি চলতে পারব না। কাজেই বাদ দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।'

আসিফ বলল, 'তোমাকে তো কেউ বাদ দিতে বলেনি। খাড়াভাবে থাকে বলে হয়ত বাবার কাছে খারাপ লেগেছে। তাই শুইয়ে রাখতে বলেছেন। নাকি শোয়ানো যাবে না?'

রোবটটা বলল, 'ঠিক তাই। তুমি বুঝিয়ে বললে ভালো হয়। আমি বললে যদি আবার বেশি কথা বলার অপবাদ শুনতে হয়!'

আসিফ হোঃ হোঃ করে হেসে বলল, 'ভয়। তাই না? বাবা অমনই। মুখ দিয়ে যা বলার বলে ফেলেন। মনটা কিন্তু ভালো। কেন, তুমি বুঝতে পারনি?'

রোবটটা এবার যান্ত্রিক গলায় রিনরিনে মাত্রাটাকে একটু বেশি পরিমাণে ঢেলে বলল, 'আমাদের মন বলতে কিছু নেই। এক্সন আর সেল পর্যন্তই। প্রয়োজনটুকু বুঝতে পারি শুধু। এর বেশি কিছু নয়। ভবিষ্যতে হয়তো...'

থামিয়ে দিয়ে আসিফ বলল, 'থাক। আর বলতে হবে না। তুমি তোমার কাজ করো, যাও।'

'আমার এখন কোনও কাজ নেই। তুমি বরং বৃষ্টিতে ভেজো। আমি তোমার ভেজা দেখি।'

লজ্জা পেল আসিফ। বলল, 'কোনও মিসের সামনে বৃষ্টিতে ভিজতে আমার অস্বস্তি হচ্ছে।'

'আমি কিন্তু রোবট!'

'তাতে কি! তুমি যদি মিস্টার হতে তাহলে হয়ত লজ্জা লাগত না। মিস বলেই লজ্জা লাগছে।'

আর থাকা যায় না। মাথাটা ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে ফেলল পয়েন্ট থ্রি টু সিক্স এফ এক্স। তার মানে উল্টোদিকে ঘুরে চলে যাওয়ার জন্য তৈরি ওটা। তখনই গা থেকে জামা খুলে ফেলল আসিফ। তারপর যে-ই বাগানে পা বাড়াতে যাবে, অমনি হঠাৎ পিছনে তাকাল। আর তাকিয়ে চমকে ওঠল। ওর দিকে তাকিয়ে আছে রোবটটা।

খালি গায়ে লজ্জা পেল আসিফ। কিন্তু ওর কণ্ঠ থেকে লাজুক নয়, রাগী স্বর বেরুল, 'তুমি এখনও যাওনি!'

'একটা কথা বলার দরকার ছিল।'

'ওটা পরেও বলতে পারতে! এখনই বলতে হবে?'

'এখনই বলতে হবে। যখন যেটা দরকার, তখনই সেটা বলা ভালো।'

আবার জামাটা পরতে পরতে আসিফ বলল, 'ঝটপট বলো। বৃষ্টি কমে আসছে। বর্ষার বৃষ্টি। বেশিক্ষণ থাকে না।'

পয়েন্ট থ্রি টু সিক্স এফ এক্স বলল, 'তুমিও অনেকটা তোমার বাবার মতো। কখনো আবেগি, কখনো কাঠখোট্টা। হবেই তো?